অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

শরিয়া আইন কি ইসলামী বিধান? ব্রিটেনে শরিয়া আদালত নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে -আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

কালের আয়নায়

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

বেশ কয়েক বছর আগে আমি কানাডার ভ্যাঙ্কুবার শহরে গিয়েছিলাম। আতিথ্য নিয়েছিলাম বাংলাদেশের ভাষা দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিব
তি আদায়ের আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম সাহেবের বাসায়। এক বিকেলে অবসর সময়ে আমরা শহরে বেড়াতে বেরিয়েছি, আম
গেলেন আরেক ভদ্রলোক। ছিমছাম শরীর। দেখে যুবকই মনে হয়। কথাবার্তা শুনে মনে হলো, তিনি কোরআন-হাদিস এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট
আমরা গাড়ি ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। সঙ্গী ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে একটু বিস্মিতই হলাম। তিনি পশ্চিমা আধুনিক শিক্ষায়
দাড়ি-টুপি নেই। মৌলভী-মাওলানার মতো বেশভূষাও নয়। অথচ অনর্গল কোরআন-হাদিসের কথা বলছেন। সেই প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত
জ্ঞানী-গুণী মনীষী আছেন, তাদের বই-কিতাব থেকে নানা উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমার একটা পিতৃদত্ত ন
বেশিরভাগ লেখালেখি করি ফতে মোল্লা নামে।' তার নাম শুনেও বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম।

ভ্যাঙ্কুবার শহরের পার্কে একটা বেঞ্চিতে আমরা ঘণ্টা দেড়েক বসেছিলাম। আমি, রফিক সাহেব ও ফতে মোল্লা। এই অল্প বয়সেই তার বিদ্যাবুদ্ধি
অভিভূত হলাম। আমি নিজেও ছোটবেলায় কিছুকাল মাদ্রাসায় পড়েছি। আবার প্রথম যৌবনে ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল বলে কোরআন-হাদিস
চেষ্টাও করেছি। তখন থেকেই মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন বইপত্র পড়ে বুঝতে পেরেছি ইসলাম প্রকৃতই একটি শান্তির ধর্ম। তলোয়ার দ্বারা বা অত্যাচ
প্রচারিত হয়েছে, পশ্চিমা জগতের এক শ্রেণীর খ্রিস্টান পণ্ডিতের এই প্রচারণা সত্য নয়।

তবে খ্রিস্টান জগতেও পণ্ডিতদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এইচ জি ওয়েলস ইসলাম সম্পর্কে যে মিথ্যাচার করেছেন, তার উত্তরসূরি আবার একজন মুস
লেখকই। তিনি সালমান রুশদি। কিন্তু ব্রিটিশ নাট্যকার বার্নার্ড শ' ইসলাম ধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের প্রবক্
তার 'মানব সভ্যতায় ইসলামের অবদান' শীর্ষক ইংরেজি বইটিতে ইসলামের সভ্যতা ও সমাজ দর্শনের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন।

ভ্যাঙ্কুবারের পার্কে বসে ফতে মোল্লাও সে কথাই সেদিন আমাদের বলছিলেন। তার মতে, খ্রিস্টান অথবা ইহুদি অপপ্রচার ইসলামের তেমন ক্ষতি করতে
করছে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মোল্লাবাদ এবং ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী স্বার্থে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর এক শ্রেণীর মুস
এবং তাদের অনুগ্রহভোগী এক শ্রেণীর আলেম নামধারী ব্যক্তি। তারা রাসূলুল্লাহর (সঃ) নির্দেশিত ইসলামের পরিপন্থী শরিয়া ইসলাম প্রচার শুরু করে
(সঃ) ইসলাম মানবতাবাদী। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার বিবেচনাভিত্তিক। অন্যদিকে শরিয়া ইসলাম মানবতাবিরোধী। অজ্ঞানতা, পশ্চাৎমুখিতা এবং মনগড়া ফতে
ফতে মোল্লা বললেন, পশ্চিমা জগৎ কমিউনিজমকে মোকাবেলা করার স্বার্থে এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত ইসলামের বিস্তার রোধ করার লক্ষ্যে এই শ
প্যাট্রোনাইজ করছে। সৌদি আরবের (মধ্যপ্রাচ্য) রাজতন্ত্রগুলোর অফুরন্ত পেট্রো ডলার এই শরিয়া ইসলাম, যার প্রকৃত নাম পলিটিক্যাল ইসলাম, তা
ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে অচিরেই সারাবিশ্বে মানুষের কাছে ইসলামের যে পরিচয় ফুটে উঠবে তা শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলামের নয়। বরং অজ্ঞতা, অত্যাচ
পশ্চাৎমুখী পলিটিক্যাল ইসলামের। পশ্চিমা খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কমিউনিজমকে হটানোর পর তাদের দ্বিতীয় টার্গেট করবে ইসলামকে।

সেই প্রথম ত্রু সেডের যুগ থেকে ইসলাম তাদের সাম্রাজ্য স্বার্থ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শত্রু। তারাই অনুগত এক শ্রেণীর মোল্লা ও তথাকথিত আলেমে
ত ইসলামের বিকৃতি ঘটিয়ে পলিটিক্যাল ইসলামের জন্ম দিয়েছে এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। কমিউনিজমের বিপর্যয় ঘটানোর
পলিটিক্যাল ইসলামকে বিশ্ব শান্তি ও সভ্যতার শত্রু আখ্যা দিয়ে তাকে টার্গেট করার নামে সারাবিশ্বে মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থান
চাইবে।

ফতে মোল্লার এই বিশ্লেষণটি যে সঠিক সেদিন তা জানা থাকলেও বিশ্লেষণটিকে বেশি গুরুত্ব দিইনি। কারণ, এত শিগগির সারাবিশ্বে পলিটিক্যাল ইস
সন্ত্রাসী মৌলবাদের এমন প্রচণ্ড দাপট শুরু হয়ে যাবে, সেদিন তা অতটা আন্দাজ করতে পারিনি। আমি সৌদি আরবের আবদুল ওহাবের ওহাবি আন্দো
ভারতে মাওলাত আন্দোলন, জামালুদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামিক আন্দোলনের পরিণতির কথা জানি। সুতরাং আশির দশক থেকে মার্কিন সা
গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের স্বার্থ, মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি রাজতন্ত্র ও অন্য শেখ সুলতানদের পেট্রো ডলারের স্বার্থ একীভূত হয়ে অর্ধমৃত ওহাবিজমকে পলিটি
চেহারায় পুনরুজ্জীবিত করার যে চেষ্টা চলছে, তাকেও খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইনি। ভেবেছি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রয়োজন ফুরালেই এই ধর্মীয় লী
ঘটবে।

তাছাড়া শরিয়া ইসলামই যে পলিটিক্যাল ইসলাম সে সম্পর্কে আমি ততটা অবহিত ছিলাম না। আমার ধারণা ছিল, ইসলামী আইন-কানুনকেই শরিয়ত
হয় এবং এই ইসলামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের জন্যই সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো মুসলিম দেশের আর্থিক ও ত
একটা জোরালো প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের উপমহাদেশে এই প্রচেষ্টারই একটা অংশ মাওলানা মওদুদীর ইসলাম সম্পর্কিত মনগড়া ব্যাখ্যা এবং
ইসলামী দলের মৌলবাদী আন্দোলন।

ফতে মোল্লা আমার ধারণাটি সেদিন সংশোধন করে দেন। তিনি আমাকে কোরআন-হাদিস এবং প্রকৃত মুসলিম আলেমদের কিতাবের কথা উদ্ধৃ

রাসূলুল্লাহর (সঃ) যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগেও শরিয়া আইন বলে কিছু ছিল না। ইসলাম হচ্ছে রসূলের মারফত প্রেরিত আল্লাহর কিছু আ
মানুষের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের জন্য নির্দেশিত। তার সঙ্গে তৎকালীন সমাজের জন্য প্রচলিত বিধিবিধানের কোনো ধর্মীয় সম্পর্ক নেই।
যুগে যুগে সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনযোগ্য। কোনো এক সময়ের কোনো এক সমাজের শাসনব্যবস্থা বা আইন-কানুন ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসে
ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি হজরত মুহাম্মদের (সঃ) সুস্পষ্ট নির্দেশ, ধর্মের মৌলিক আদর্শকে ধারণ করে 'ইজমা ও কিয়াসের' (বিচার-বিবেচনা) ম
যুগের উপযোগী সুন্দর ও বাস্তব ব্যবস্থা নির্ধারণ করে সেই ব্যবস্থা দ্বারা চালিত হওয়া।
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথাও মহানবী বলেননি। কেবল মুসলমানদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ তার থাকলে তিনি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের
অধিকার দিয়ে এবং মুসলমানদের সঙ্গে একই 'উম্মাহর' অন্তর্ভুক্ত করে মদিনা-চুক্তি করতেন না। তিনি যে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়ে গেছেন
স্বৈরতন্ত্র নয়। তা প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায়, বর্তমান যুগেও মুসলমানদের উচিত একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর
করতে হবে ইসলামের মৌলিক মানবতাবাদী আদর্শকে ভিত্তি করে। পরিবর্তনশীল যুগ ও সমাজের জন্য অতীতের পরিত্যক্ত আইন-কানুন বলবৎ রাখা ই
নয়।
যদি বর্তমানে যাকে শরিয়া বলে প্রচার করা হচ্ছে তাকে ইসলামী বিধিবিধান বলে মানতে হয়, তাহলে সৌদি আরবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দে
উচ্ছেদ ঘটাতে হয়। কারণ, শরিয়ায় রাজতন্ত্রের বিধান নেই। শরিয়া বিধান অনুযায়ী নারী নেতৃত্ব হারাম হলে বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার নে
শরিয়াপন্থিরা, বিশেষ করে জামায়াতিরা রাজনীতি করতে পারেন না। সেই কত যুগ আগে পাঠান যুগের ভারতে সুলতানা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে ব
বিরুদ্ধে তৎকালীন আলেমরা কোনো ফতোয়া দেননি। এমনকি তার নামে মসজিদে খুতবাও পাঠ করা হয়েছিল।
ফতে মোল্লার কথা শুনতে শুনতে আমি নিজেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কতটা বাস্তবভিত্তিক সে কথা ভেবেছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এ ব
স্পষ্ট হয়ে গেছে, বর্তমান যুগে কোনো ধর্ম বা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যদি নতুনভাবে কোনো কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের এখন উদ্ভবও ঘটে, ত
ব্যবস্থা আদি আইন-কানুনকে ভিত্তি করে তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। মার্কসবাদ সেই রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে; কিন্তু পরিবর্তনশীল বিশ্বে তার বিধিবিধান অ
সংশোধন করে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন করেছিলেন লেনিন রাশিয়ায় এবং মাও সে তুং চীনে। হালে চীন নামেই শুধু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। কিন্তু আগের বি
পরিবর্তিত অথবা সংশোধিত।
আমি নিজে সেক্যুলার। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের নাগরিক যে দেশে বাস করে সে দেশটিকে ইসলামী রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্র বা গির্জা রাষ্ট্র করা যায় তা আমি বিশ্বা
তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায়, এ যুগেও ধর্ম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে সেই দেশে ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসটুকু মাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি হিসে
কোনো অনড়, অচল, অতীত যুগের আইন-কানুন দ্বারা যেমন তাকে শরিয়া আইন, বেদ-উপনিষদের আইন বা ভ্যাটিকানের আইন দ্বারা পরিচালন
তাকে যুগোপযোগী আধুনিক আইন দ্বারাই পরিচালনা করা হবে।
যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বা ইসলামী সমাজব্যবস্থার নামে চিৎকার করেন, তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, বর্তমানে বিশ্বে বহু মুসলিম রাষ্ট্র আছে, তার মে
ইসলামী রাষ্ট্র? সৌদি আরব কি ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল? সেখানে তো চোরের হাতকাটা, জেনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা ও হিল্লা বিয়ের শরিয়া আ
তাহলে সেই রাষ্ট্রের আইন-কানুন অন্যান্য মুসলিম দেশ অনুসরণ করছে না কেন?
ইরান এবং পাকিস্তানের নামের আগে ইসলামী প্রজাতন্ত্র কথাটি যুক্ত আছে। ইসলামী রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে আবার প্রজাতন্ত্র কথাটি যোগ করা কেন? প
যুগের রাষ্ট্র সংজ্ঞা। তার সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পর্কটা কোথায়? তাহলে কি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে আধুনিক করার জন্য পশ্চিমা
রাষ্ট্র সংজ্ঞা গ্রহণ করা? তারপর সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান যদি সত্যই ইসলামী রাষ্ট্র হয়, তাহলে তার সমাজব্যবস্থা একই শরিয়া আইন দ্বারা চ
শিয়া ইরানের শরিয়া আইন এক রকমের আর সুন্নি পাকিস্তানের শরিয়া আইন আরেক রকমের। তাহলে শরিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃত মডেল কোনটি?
ইসলামী রাষ্ট্র তো দূরের কথা, প্রকৃত মুসলমান কে, তার সংজ্ঞা নিয়েও এখন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে কোনো মতৈক্য নেই। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলে
মুসলমান, যার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ' (হাদিস)। কিন্তু উপমহাদেশে জামায়াতিরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে আহমদিয়াদের অমুসলম
তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে। এমনকি তাদের হত্যা করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এভাবে কাউকে হত্যার নির্দেশ দেননি। এমনকি অমুসলমান
নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চলছে শরিয়া বিধানের নামে। যে শরিয়া বিধান আসলেই ইসলামী বিধান কি-না, তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে।
পাকিস্তানে মাওলানা মওদুদীর প্ররোচনায় আহমদিয়াবিরোধী দাঙ্গা হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে জাস্টিস মুনীর কমিশন মাওলানা মওদুদীসহ পাকিস্তানে
আলেমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রকৃত মুসলমান কাকে বলে তার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য। দীর্ঘ দু'বছর ধরে আলোচনার পরও সাত আলেম এই ব
হতে পারেননি। তাদের দু'জনের মতে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ শিয়া সম্প্রদায়ের এমন এক অংশের লোক, যাকে কিছুতেই
স্বীকার করা যায় না। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে একজন অমুসলমানকে কেমন করে অবিভক্ত ভারতের ১০ কোটি মানুষের নেতা নির্বাচন করা হয়েছি
করে পাকিস্তান নামক মুসলিম রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন?
ফতে মোল্লা সেদিন আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, প্রকৃত ইসলাম ও শরিয়া ইসলামের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। শরিয়া আইনের উদ্ভব ইসলামী খেল
যুগের অবসান ও খেলাফত ধ্বংস করে রাজতন্ত্র, সুলতানাৎ এবং নানা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার উদ্ভবের পর। এই রাজা-বাদশারাই নির্বাচনের মাধ্যমে
ব্যবস্থা ধ্বংস করে নিজেদের খলিফা, আমিরুল মুমিনিন ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করে এবং নানা রকম ছলচাতুরী দ্বারা এবং জাল হাদিসকে ভিত্তি ক
দিয়ে অতীতের এমন সব অচল আইন-কানুন চালু রাখার চেষ্টা করেছেন, যা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে রাখে এবং তাদের কায়েমি স্বার্থ রক্ষা কে
প্রকৃত আলেমদের এড়িয়ে গিয়ে সমাজে তাদের অনুগ্রহভোগী কিছু নকল আলেম তৈরি করেন, যাদের কাজ ছিল (এবং এখনো আছে) এই স্বৈরশাসক
জন্য ইসলামের নাম ভাঙিয়ে নানা বিধিবিধানের কথা বলা এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেওয়া। এভাবেই মুসলিম বিশ্বে ফতোয়াবাজ ও অন্ধ মৌলবাদীদে
রাজশক্তি বা শাসকশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা লাভ।
ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিধিবিধানগুলো ধর্মীয় বিধান নয়। যুগ ও সমাজের পরিবর্তনের স

পরিবর্তন ঘটে। ইসলামেও তাই 'ইজমা ও কিয়াসের' ব্যবস্থা আছে। যুগের অগ্রগতি ও পরিবর্তনকে মেনে না নিলে একটি সমাজ স্থবির ও অ
মৌলবাদীদের অজ্ঞতায় ও উৎপাতে বিশ্বব্যাপী ইসলামে সেই স্থবিরতা ও অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। সেদিক থেকে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং আরো দু'একটি
পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে উন্নতির শিখরে উঠে গেছে।
শরিয়ার নামে চুরি করলে হাতকাটা বা ব্যভিচারের জন্য হত্যা করার বিধানের কথা ধরা যাক। এটা ইসলামের বিধান নয়, ইসলামপূর্ব যুগেও প্রচলি
দু'হাজার বছর আগে শুধু আরবের মুসলমানরা নয়, অন্যান্য ধর্মসমাজের লোকেরাও এই বিধান মেনে চলত; ধর্মীয় বিধান হিসেবে নয়, সামাজিক
তারপর সমাজ বদলেছে, আইন পাল্টেছে। সিভিল এবং ত্রি মিনাল আইনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি ঘটেছে এবং সেগুলো অপরাধ প্রমাণে ও অপর
বেশি কার্যকর। সুতরাং ধর্মের অজুহাতে পুরনো অচল বিধান আঁকড়ে থাকা কেন? দেড় হাজার বছর আগে আরবের লোক উটে চড়ত, উটে চড়ে হ
এখন অনেক দ্রুতগামী গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন কি তাই বলে ধুয়া তোলা হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উটে এবং ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতেন।
আমাদেরও তাই করতে হবে? বাহন পরিবর্তন করা চলবে না?
বদ্ধ জলাশয়ে যেমন বিষাক্ত ভাইরাস জন্মে, একটি বদ্ধ, গতিহীন সমাজেও তাই ঘটে। অন্ধ মৌলবাদ বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল ধর্ম ইসলামের অগ্র
করার ফলে এই ধর্মের অজ্ঞানতা ও পশ্চাৎমুখী দৃষ্টির দরুন উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়েছে, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের গ্লোবাল আধিপত্যবাদে
ইসলাম বলে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আসলে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইনি অ
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম দমনের লক্ষ্যে বর্বর আগ্রাসন চালাচ্ছে।
ফতে মোল্লা বহু বছর আগে ভ্যাঙ্কুবারে বসে এই আগাম সতর্কবাণীটিই আমাকে শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নকল ইসলামপন্থিদের হাত থেকে প্রকৃত
করা না গেলে শিগগিরই বিশ্বে কমিউনিজমের মতো ইসলামকেও গ্লোবাল ইমপেরিয়ালিজম বিশ্ব মানবতার শত্রু হিসেবে খাড়া করে সারাবিশ্বে নিউ
নামে এমন নির্যাতন শুরু করবে যে, তাতেই বরং শুধু ইসলামের জন্য নয়, মানব সভ্যতা ও মানবতার জন্যই বিরাট বিপদ দেখা দেবে।
ফতে মোল্লার এই আগাম সতর্কবাণীটি আজ সত্যে পরিণত হওয়ায় সেদিন তার কথাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি ভেবে এখন বিব্রতবোধ করছি। ফতে মো
হাসান মাহমুদ। তিনি শরিয়া আইন ও ইসলামিক ল' মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেসের ডিরেক্টর। তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে শরিয়া কী, শরিয়া
পলিটিক্যাল ইসলাম ইত্যাদি রয়েছে। তিনি একাই পলিটিক্যাল ইসলামের বিরুদ্ধে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের নামে মওদুদী জামায়াতের চত্র ান্ত ও স
লোন রেঞ্জারের মতো যুদ্ধ করে চলেছেন। সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে 'ইসলাম ও শরিয়া' শীর্ষক তার নতুন বই এবং শরিয়া বিষয়ক ইংরেজি
তথ্যভিত্তিক দুটি ভিসিডি। তার বইটিই আমাকে এই লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।
তাছাড়া আরো একটি কারণ আছে এই বিষয়ে লেখার। এতদিনে জানা গেছে, ব্রিটেনে মুসলমানদের মধ্যে কেবল শরিয়া আইন চালু হওয়া নয়,
আদালত চালু হয়েছে এবং ব্রিটিশ আইন ও ব্রিটিশ সোসাইটির জন্য এক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ এই শরিয়া আদালতের প
গিয়ে বিরাট বিতর্ক সৃষ্টি করে বসেছেন। ব্রিটেনের সবগুলো পত্রপত্রিকায় চলছে এখন এই শরিয়া আইন ও শরিয়া আদালত নিয়ে তীব্র সমালোচন
শরিয়া আইন নিয়ে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। তাই আগামী সপ্তাহে অন্য কোনো জরুরি বিষয় না থাকলে এই শরিয়া আইন– তথা পলিটিক্যাল
একটু বিশদ আলোচনা করতে চাই।
লন্ডন, ১৫ ফেব্রুয়ারি, শুত্র বার, ২০০৮

Print

Editor: Abed Khan
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft